যুগান্তর

MAR. 13 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ......

আমরা জানতে চাই ...

আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। সম্প্রতি স্বাধীনতার ঘোষক সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি অষ্টম শ্রেণীর বোর্ডের বই 'সাহিত্য কণিকা' ও 'সামাজিক বিজ্ঞান'-এর কথা বলছি। বই দুটোতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। দুটো বইয়েই লেখা হয়েছে যে, '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।'

অথচ, গত সাত বছর যাবৎ, আমরা বোর্ড নির্ধারিত এসব পাঠ্যপুস্তকেই পড়ে এসেছি যে, '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাক হানাদারের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি প্রচার করেন এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা প্রচার করেন।'

এখন এই নতুন বছরে নতুন বইয়ে আমরা যে নতুন ইতিহাসের কথা জানছি এই ইতিহাসই সত্যি নাকি পূর্বের পড়া ইতিহাস সত্যি? আমরা নতুন প্রজন্ম, ৭১-এর যুদ্ধ দেখিনি, কিন্তু ইতিহাস শুনে গর্বিত হই এবং স্বাধীন দেশে জন্মাতে পেরে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। আমাদের যদি ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে তোলা হয় তাহলে সেই ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে কি করে? আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে যদি আমি স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিভ্রান্ত হই, তবে এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে?

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখি, তারা তাদের ইতিহাস সম্পর্কে সব সময় অবিচল ও শ্রদ্ধায় অটল। শুধু আমাদের এ দেশেই কেন ইতিহাস নিয়ে এমন কাটাছেঁড়া করা হয়? আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানতে চাই।

শেহরীন আতাউর
খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা